ছেলে হোক, মেয়ে হোক
দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSP
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:

সাহান আরা বানু, এনডিসি

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

পৃষ্ঠপোষক:

এ. এইচ. এম. লোকমান

পরিচালক, প্রশাসন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সম্পাদনা:

আফরোজা আক্তার
সহকারী পরিচালক (পরিবহন)
সংযুক্ত: ডিপিএম, এইচআরডি শাখা
প্রশাসন ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (লিভ রির্জাভ)
আইইএম ইউনিট
ও
তথ্য কর্মকর্তা (আরটিআই)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

খাদিজাতুল কোবরা
পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (লিভ রিজার্ভ)
মনিটরিং শাখা, প্রশাসন ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ডিজাইন:
মোঃ মাহফুজার রহমান
আর্টিস্ট
আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রকাশকাল:

মুদ্রণে:
আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

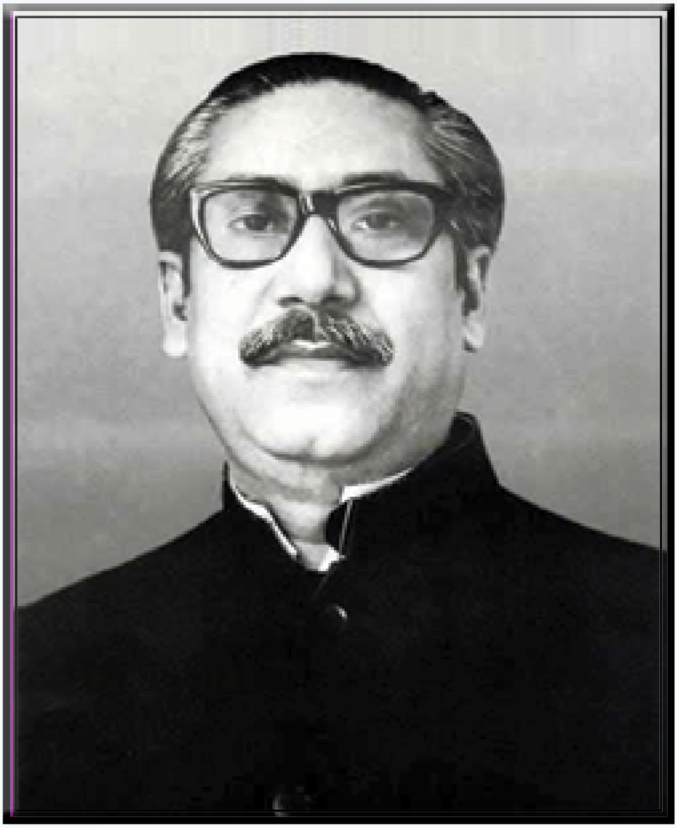

"একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তা হলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলার কোনো জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য.....। সে জন্য আমাদের **পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং** করতে হবে।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬ (৩) ধারা অনুযায়ী সরকারের সকল দপ্তর/সংস্থার বিগত এক বছরের গৃহীত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর মাধ্যমে বিভাগীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিতের পাশাপাশি সামগ্রিক কার্যক্রম বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তদনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণে এ অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনসংখ্যাকে একটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত নিরাপদ প্রসবের পাশাপাশি উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিগত কয়েক বছরে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি, অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাস, জন উর্বরতার হার হ্রাস, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি-২০৩০ এবং রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন কর্মকৌশল নির্ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে অধিদপ্তরাধীন সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি, সাফল্য, ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিবৃত হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ভাবনা ও সার্বিক দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর।

আমি আগামীতে আরও বর্ধিত পরিসরে নির্ভুল ও তথ্য সমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা ও সহযোগীতা প্রত্যাশা করছি।

সাহান আরা বানু, এনডিসি

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	1
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্য জনবল এর তথ্য	2
সেবা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র	2
উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো নির্মাণ	3
বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি	3
সেবার তথ্য ও প্রদত্ত সেবার তুলনামূলক চিত্র	4
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের সংখ্যা	5
মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম	9
শিশু স্বাস্থ্য (০-৫ বছর) উন্নয়নে কার্যক্রম	10
কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম	10
পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	12
ক্রয় কার্যক্রম	14
জাতীয় পর্যায়ের ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি	14
আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার	14
জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা	16
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	17
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের ২০22-২৩ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি	21
জনমিতিক সূচকে অর্জিত সাফল্য	22
ভবিষ্যত লক্ষ্যসমূহ	23
ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ	24

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ১৯৫৩ সালে বেসরকারিভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শুরু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্তরায় হিসেবে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকল্পে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপরিমিত গতিকে কার্যকরভাবে রোধকল্পে প্রক্রিয়াধীন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) একটি শক্তিশালী জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন, একটি স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো গঠন এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার সাথে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্পৃক্ত করাসহ মাঠপর্যায়ে কার্যক্রমের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করার বিষয়েও সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করে।

সুস্থ্য, সুখী ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রণীত রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এর আলোকে সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সে অনুযায়ী এ অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গ্রহীতাকেন্দ্রিক সেবা ও তথ্য প্রদান করে আসছে। বর্তমানে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়ন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কৌশল, নীতি ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে Smart Bangladesh বিনির্মাণের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি হালনাগাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্য জনবল এর তথ্য:

ক্রম.	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১	গ্রেড ১ থেকে ৯	২৪৭১	১১১০	১৩৬১
২	১০ তম গ্রেড	১২৭৮	২৩৯	১০৩৯
৩	গ্রেড ১১ থেকে ১৬	১৮২১৬	১৩১৯১	৫০২৫
৪	গ্রেড ১৭ থেকে ২০	৩২৬৯৮	২২৭১৮	৯৯৮০
	সর্বমোট	৫৪৬৬৩	৩৭২৫৮	১৭৪০৫

সেবা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র:

- ১৭৩ শয্যা বিশিষ্ট মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা;
- ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা;
- ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে চালুকৃত ২৩০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র;
- ৩২৯০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC);
- পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ মাঠপর্যায়ে বাড়ি পরিদর্শন, উঠান বৈঠক আয়োজন ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের দোরগোঁড়ায় মানসম্মত তথ্য সেবা, পরামর্শ ও জন্মনিরোধক সামগ্রী পোঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করছেন। এছাড়াও পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ প্রতি সপ্তাহে তিন দিন নিজ কর্ম এলাকায় বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে এবং ০২দিন কমিউনিটি ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, তথ্য প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
- দূর্গম এলাকা, সাবেক ছিটমহল, কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা এবং জনবল সংকট রয়েছে এমন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ‘কাজ নাই ভাতা নাই’ হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০১৪ সাল হতে পেইড ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত ৫০৩০ জনকে পেইড ভলেন্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো নির্মাণ:

ক্রম	স্থাপনাসমূহ	নির্মাণ সম্পন্ন (২০০৯-২০২৩)	বর্তমান নির্মাণাধীন	প্রস্তাবিত (৫ম
১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH & FWC) নির্মাণ	৪২৩টি	৪টি	৩৬৯টি
২	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH & FWC) পুন: নির্মাণ	১০৪টি	৩টি	৮৭৮টি
৩	১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) নির্মাণ	১৪৪টি	১১টি	৯৭টি
৪	২০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র(MCWC) নির্মাণ	০২টি	০১টি	৫টি
৫	৫০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) নির্মাণ	১টি	-	১টি
৬	বিভাগীয় পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা এর অফিস ভবন নির্মাণ	৫টি	-	-
৭	উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা এর অফিস ভবন নির্মাণ	১৭টি	৭টি	২১টি
৮	উপজেলা স্টোর কাম পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ	১৭৮টি	১টি	২৬৮টি
	মোট	৮৭৩টি	২৮টি	১৬৩৯টি
★	কেন্দ্রীয় পণ্যাগার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।			

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি:

১. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৫৯২টি জরাজীর্ণ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পূনঃনির্মাণের ডিপিপি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের জনবল অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

২. জেলা শহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট (৫০ শয্যায় উন্নীতকরণযোগ্য) মা ও শিশু হাসপাতাল-এ রূপান্তর প্রকল্প এর ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৩. এমসিএইচটিআই, আজিমপুরে ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন, হোস্টেল ও ডরমিটরি নির্মাণ এর ডিপিপি মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।

সেবার তথ্য ও প্রদত্ত সেবার তুলনামূলক চিত্র:

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় সক্ষম দম্পতি প্রায় ২,৭৯,৪৩,৯১১। পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা ২,১৮,৬৭০,২৯ এবং গ্রহণকারীর হার ৭৮.২৫%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামুলক চিত্র নিম্নরূপ:

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
খাবার বড়ি	১,০৬,২৩,১৩১
কনডম	২১,৫০,০৬৬
ইনজেকটেবল	৪২,৬৭,৯৮৫
আইইউডি	৬,৭৫,৮১১
ইমপ্ল্যান্ট	১৪,৪৯,৩০৫
পুরুষ (স্থায়ী)	৬,৮২,৪০০
মহিলা (স্থায়ী)	২০,১৮,৩২১

মেথডমিক্স (Method mix):

পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী মোট ৭টি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিদ্যমান। এসকল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্রহণকারীর সংখ্যা একইরূপ নয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এমআইএস এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীদের মধ্যে খাবার বড়ি গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ (48.৬%) এবং আইইউডি ও স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ) গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বনিম্ন (3.১%)। অস্থায়ী পদ্ধতি খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৭৭.৯ শতাংশ। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৯.৭ শতাংশ এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ১২.৩ শতাংশ। জুন, ২০২৩এর অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে মেথডমিক্স (Method mix) এর চিত্র নিম্নরূপ:

মেথডমিক্স (Method mix):

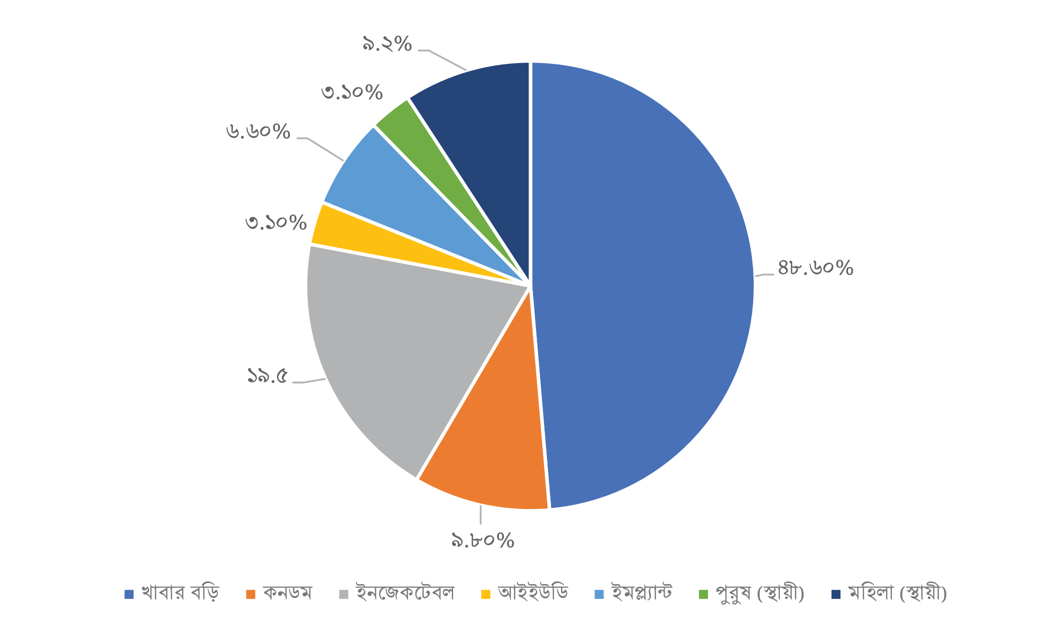

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের সংখ্যা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী মোট ৭ ধরণের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদান করে থাকে। অস্থায়ী পদ্ধতিগুলো হলো- খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন। দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি হলো আইইউডি ও ইমপ্ল্যান্ট । এনএসভি পুরুষের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি এবং টিউবেকটমী মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি। এ সকল পদ্ধতির বিগত পাঁচ বছরে সেবা গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতির সংখ্যা এবং তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পদ্ধতির নাম	জুন ২০১৯	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩
খাবার বড়ি	১০৪১০২২১	১০৪৭২৪৭৩	১০৫৫৩০৯৬	১০৫৪৫৬৮৬	১০৬২৩১৩১
কনডম	২০০৫৪০৫	২০৩৫৯৮৬	২০৫৫৫৮৬	২০৭৮৯৭৯	২১৫০০৬৬
ইনজেকটেবল	৪১৮৮০৬৭	৪১৯৭১৯৪	৪২২২৪৮৮	৪১৮৫৬৪৫	৪২৬৭৯৮৫
আইইউডি	৭২৩৭০৭	৭৩৩২৫৩	৭৩২৭০৬	৭০৮৫৯৬	৬৭৫৮১১

পদ্ধতির নাম	জুন ২০১৯	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩
ইমপ্ল্যান্ট	১২৫০২২৪	১৩৪৭৫৫৪	১৩৯৭৯৪৪	১৪২৪৯৮৩	১৪৪৯৩০৫
পুরুষ (স্থায়ী)	৭৪৬১২২	৭৪৫২১৯	৭৪১৬০২	৭১৪৬৬০	৬৮২৪০০
মহিলা(স্থায়ী)	২০১৭৩১৮	২০৫৭১২২	২০৮৫০৫৯	২০৫০৬২৩	২০১৮৩২১

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

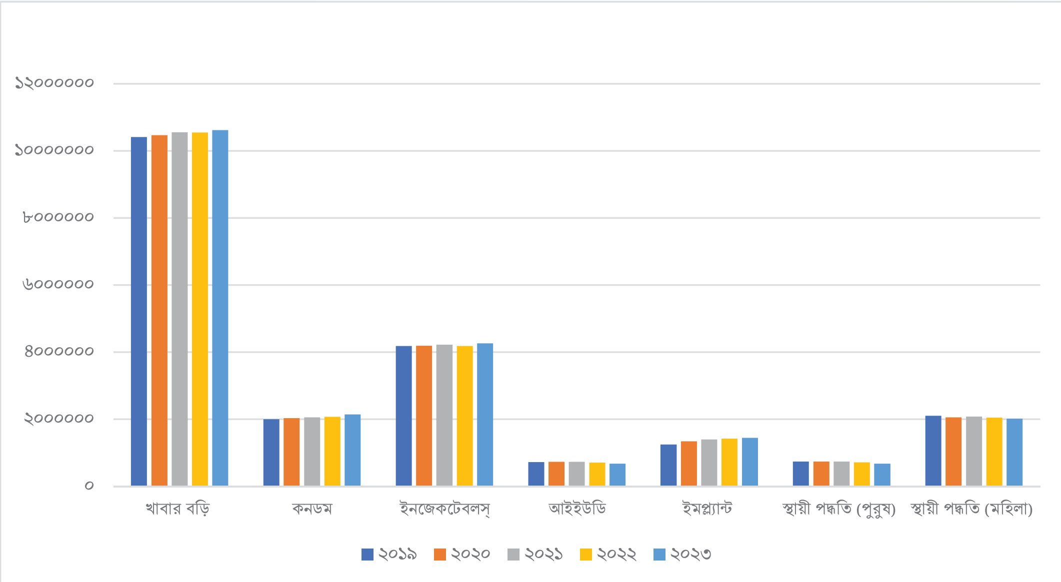

প্রসবপূর্ব সেবা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিস্তৃত সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মা-শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। বিশেষত: নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণে গর্ভবতী মা'দের গর্ভকালীন সময়ে মোট ৪বার প্রসবপূর্ব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত পাঁচ বছরে প্রদত্ত প্রসবপূর্ব সেবার সংখ্যা ও চিত্র নিম্নরূপ:

সেবার নাম	২০১৮-১৯	২০১৯- ২০২০	২০20- ২০21	২০২১-২০২২	২০২২-২৩
প্রসব পূর্ব সেবা ১	২০৯২০৬৬	১৯৩৪০০৭	১৯১২২০৬	১৮৯২১২৯	১৪৫৮৮০১
প্রসব পূর্ব সেবা ২	১৮৩৯৩১৪	১৪৭৪২৮২	১৩৯৩৩১২	১৩৯৩৭৫২	৮৫৩৪৭৩
প্রসব পূর্ব সেবা ৩	১৫৬৩৭২৩	১২২৭৩৯৭	১১২২৭৪০	১১০৪১৯১	৬০৯৮৭৮
প্রসব পূর্ব সেবা ৪	২২৫২০৫২	১০৬৬২৬৩	৯৫৭৬৭৯	৯৫৭৬৩৩	৫০৭৮০৮

বিগত ০৫ বছরের সেবা গ্রহণের তুলনামূলক চিত্র

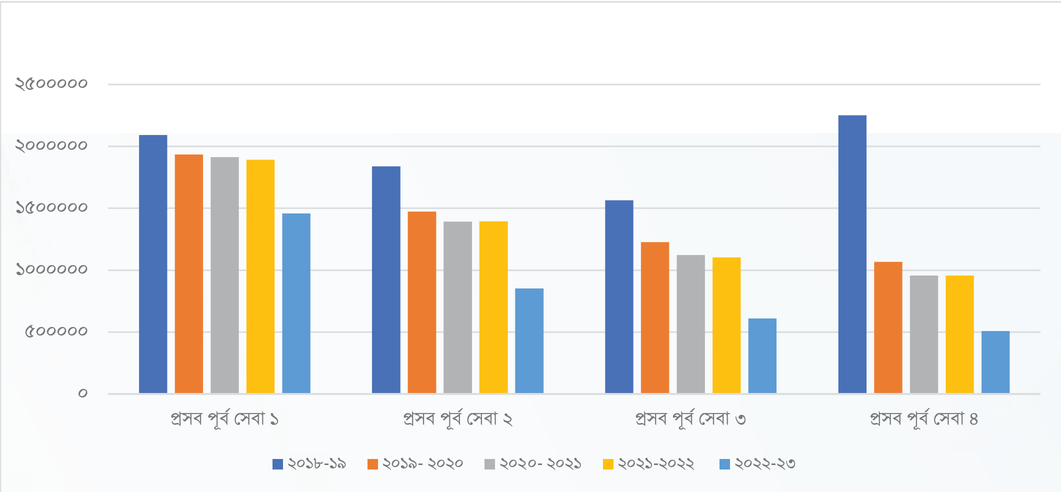

প্রসব সেবা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় পর্যায়ের তিনটি হাসপাতালসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের পুরাতন ৭২টি মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাভাবিক ও জরুরী প্রসূতিসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে বাড়ীতে প্রসবসেবা প্রদান করা হয়। বিগত ০৫ বছরের প্রসব সেবার তথ্য নিম্নরূপ:

সেবার নাম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০- ২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২৩
প্রসব সেবা	১৬৯৭০১	১৭৭২৪৮	১৭৬০৮৩	১৯০৫৯০	১৯৪৯৯২

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

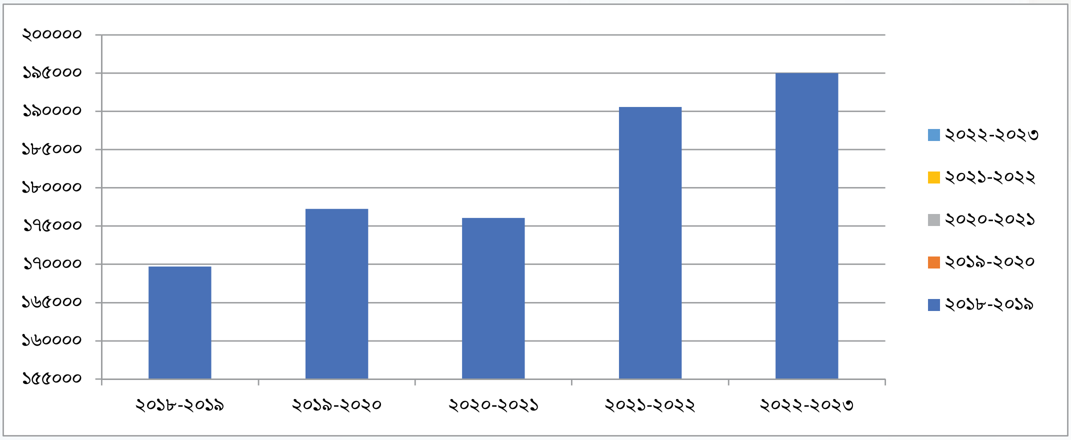

প্রসব পরবর্তী সেবা:

৬-৮ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নবজাতকের যত্ন নিশ্চিত করার জন্য প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হয়। নিম্নে বিগত ০৫ বছরের প্রসব পরবর্তী সেবার চিত্র তুলে ধরা হলো:

সেবার নাম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩
প্রসব পরবর্তী সেবা ১	৫৬৮২০৮	৫০৩৬০৭	৪৫৭২৬৪	৪৭৪২৮০	২২১১১৪
প্রসব পরবর্তী সেবা ২	৪৯৪২৫৭	৪৪১১৩১	৪০৫৪৮৩	৪২৯২০৩	১৮৮১৬২
প্রসব পরবর্তী সেবা ৩	৫৬৬৮৩২	৪৭৯১৪৪	৪৪১৩৯৪	৪৫২৪১৯	২৩০৩১২
প্রসব পরবর্তী সেবা ৪	৭২৮০৬৭	৫৭০৬৩৭	৪৮৮৩০১	৫৪৫০৯৫	৩৩৩৪০৬

বিগত ০৫ বছরের সেবা গ্রহণের তুলনামূলক চিত্র

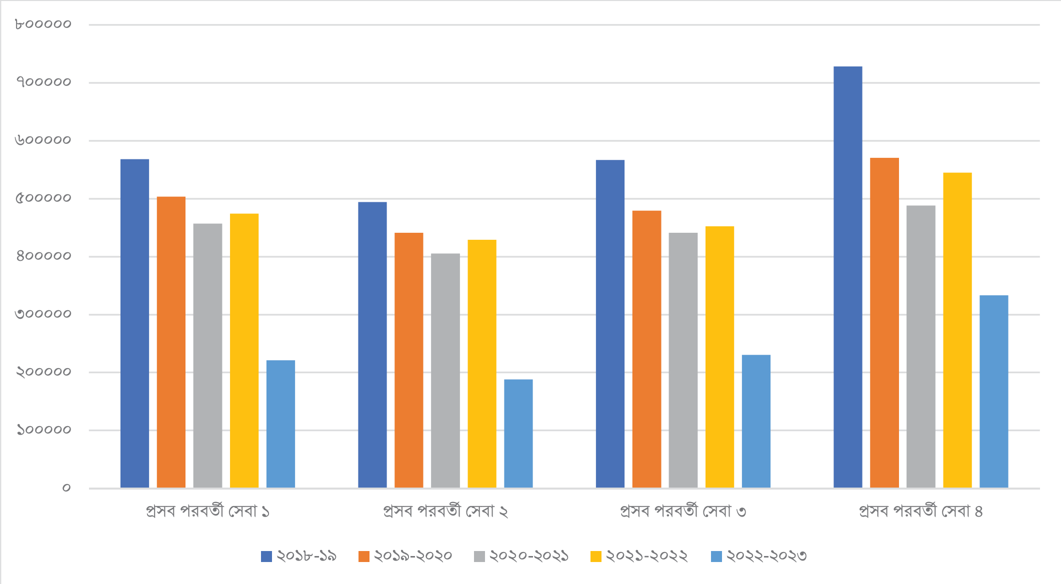

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ‘দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:

মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম:

- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি সেবা বিশেষায়িত হাসপাতাল (এমসিএইচটিআই,আজিমপুর; এমসিএইচটিআই, মিরপুর, ঢাকা এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা) এবং ৭২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) হতে সিজারিয়ান অপারেশনসহ জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে নবসৃষ্ট ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে;
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধির জন্য সারা দেশে ২ হাজার ১ শত ৮৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে ২৪/৭ ঘন্টা নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- গত ১৮ অক্টোবর, ২০২২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন প্রতিটি উপজেলা হতে একটি করে মোট ৫০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে উদ্বোধন করেন। সেলক্ষ্যে মা, নবজাতক,শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার সেবার পাশাপাশি সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘন্টা প্রসবসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক কেন্দ্রগুলোতে জনবল প্রদানসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে;

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৯২ জনের প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী সম্পন্ন হয়েছে।
- সারাদেশে মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসাবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (৩১ %) ও একলাম্পসিয়া (২৪%) চিহ্নিত করা হয়েছে (বিএমএসএস-২০১৬)।এর মধ্যে প্রসব প্রতিরোধে সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ট্যাবলেট মিসোপ্রোস্টল প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২লক্ষ ৩১হাজার ৬৯৫ জনকে মিসোপ্রোস্টল প্রদান করা হয়েছে।
- একলাম্পশিয়াজনিত মাতৃমৃত্যুরোধে ইনজেকশন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট লোডিং-ডোজ প্রদান পূর্বক রেফারেল কার্য়ক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিশু স্বাস্থ্য (০-৫ বছর) উন্নয়নে কার্যক্রম:

- নবজাতকের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে সকল সেবা কেন্দ্রে নবজাতকের সমন্বিত অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- অপরিণত ও কম ওজনের নবজাতকের জীবন রক্ষায় ২২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ০২টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) সেবা চালু করা হয়েছে;
- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা; এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপন করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- নবজাতকের কাঁটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন ক্রয় ও বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১লক্ষ ৯৪হাজার ৬৩১ নবজাতকের কাঁটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন প্রদান করা হয়েছে।

শিশু স্বাস্থ্য (০-৫ বছর) উন্নয়নে কার্যক্রম:

- নবজাতকের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে সকল সেবা কেন্দ্রে নবজাতকের সমন্বিত অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- অপরিণত ও কম ওজনের নবজাতকের জীবন রক্ষায় ২২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ০২টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) সেবা চালু করা হয়েছে;
- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা; এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপন করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- নবজাতকের কাঁটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন ক্রয় ও বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১লক্ষ ৯৪হাজার ৬৩১ নবজাতকের কাঁটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন প্রদান করা হয়েছে।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম:

- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০০টি সহ এ পর্যন্ত মোট ১২৫৩টি সেবা কেন্দ্রে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে;
- কিশোর-কিশোরীদের গুণগত মাসিক ব্যবস্থাপনার জন্য ১৬,৯৪,৭৮৩ জন কিশোরীকে

মানসম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে;

- রক্তস্বল্পতারোধে ১৫,৮৩,৯৬০ জন কিশোরীকে আয়রন-ফলিক এসিড প্রদান করা হয়েছে;
- ১৩,৬৭,৫৫৫ জন কিশোর-কিশোরীকে আরটিআই/এসটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর পরিদর্শন করছেন।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ধল্লা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মহাপরিচালক মহোদয়সহ অতিথিবৃন্দ।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম:

- সমাজের সকল স্তরের জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন: টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুমাত্রিক তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন;
- পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন;
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন টিভিসি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ২৪০০ বার প্রচার করা হয়েছে ;
- এফএম ও কমিউনিটি রেডিওতে ৩২০০ বার বিভিন্ন বার্তা প্রচার করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বেতার জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেলের মাধ্যমে ৪৩২৩টি এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ৩৫৩টি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করেছে;
- সারাদেশে নিয়োজিত ৪৬ টি এভিভ্যানের মাধ্যমে ৮০১০ বার বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে;
- সুখী পরিবার কল সেন্টার (১৬৭৬৭) এর মাধ্যমে ১,০২,৮৩২টি সেবা (কল) প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ৫৮৬টি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে এবং
- বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় নতুন ১২৮টি বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সহ অন্যন্য অতিথিবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ অন্যন্য অতিথিবৃন্দ।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, ২০২৩ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ অন্যন্য অতিথিবৃন্দ।

ক্রয় কার্যক্রম:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় করা হয়। 20২২-২৩ অর্থবছরে জিওবি রাজস্ব এবং উন্নয়ন খাতে মোট ১২৬ কোটি ১১ লক্ষ ৫ হাজার ৫১২ টাকার পণ্য এবং মোট ০৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪০০ টাকার সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত কোন পণ্যের মজুদ শূন্যতা হয়নি।

জাতীয় পর্যায়ের ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি:

Supply Chain Management Portal হতে ৩০ জুন, ২০২3 এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর কোন মজুদ ঘাটতি নেই। মাঠপর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

(https://scmpbd.org/index.php/lmis-dashboard হতে প্রাপ্ত চিত্র)

আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার:

পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ, ইএমআইএস ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৯টি ইউনিট ও ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৪৪৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে এবং মোট ৮৪৭৭ জনকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৭৫২টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ৩৫,১৪৭ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

গত ২৬ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে শরীয়তপুর জেলার সার্কিট হাউসে আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব সাহান আরা বানু, এনডিসি।

গত ১০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখে ময়মনসিংহ বিভাগে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২ হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে কনসালটেশন কর্মশালায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব সাহান আরা বানু, এনডিসি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা:

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৬টি মেডিকেল টিম, ২টি সদর ক্লিনিক, ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও২২টি এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুইটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ক্লিনিক ও ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৫.০৮.২০১৭ হতে ৩০জুন, ২০২৩ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে-

পদ্ধতির নাম	গ্রহণ
খাবারবড়ি	৩,৬৮,৪৯০ সাইকেল
কনডম	৯৮,৩৯৮ পিস
ইনজেকটেবল	৩,৬৮,৪৯০ ডোজ
আইইউডি	১২,২৩১ জন
ইমপ্ল্যান্ট	২০,২৮৮ জন
গর্ভকালীন সেবা	৮,৯০,৫০০ জন
প্রসব সেবা	৫০,৪২৩ জন
প্রসব পরবর্তী সেবা	১,৯২,৩২৮ জন
সাধারণ রোগী সেবা	৬৬,৯১,০০৮ জন
শিশু সেবা	২৩,৭০,১৩৪ জন

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত FDMNs-কে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
খাবার বড়ি	১৮৭৩জন
কনডম	১০৬জন
ইনজেকটেবল	১৭৮৫ জন
আইইউডি	৯১জন
ইমপ্ল্যান্ট	২৫২জন
গর্ভকালীন সেবা	৪৫৮৫জন
প্রসব পরবর্তী সেবা	৫২৮জন
শিশু সেবা	১৭১৫ জন
সাধারণ রোগী	৬১৮৫জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক) শূন্যপদ পূরণ-

- পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ক্যাডার)'র ২৪৭টি শূন্য পদ (৪১তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১৭৩টি, ৪৩তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৫টি, ৪৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২৭টি এবং ৪৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১২টি) পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৩.০৮.২০২৩ তারিখ ৪১তম বিসিএস থেকে ১৭৩ জনকে পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার [কারিগরী (মেডিকেল)] এর ৪৮৬টি শূন্যপদের মধ্যে ৪৪১টি শূন্যপদ ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য বিপিএসসি হতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। বিপিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩৯১জন মেডিকেল অফিসার (নন-ক্যাডার) এর মধ্যে ৩৭৭ জন ২৩.০৩.২০২৩ তারিখ যোগদান করেছেন। ইতোমধ্যে তাঁদেরকে কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়েছে।
- সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ১০৮টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিপিএসসি হতে প্রকাশিত হয়েছে। ৪০ তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশ প্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্যে হতে ৪৮ জন নিয়োগের অধিযাচন প্রেরণ করা হয়েছে।
- সিনিয়র স্টাফ নার্স এর ৮৮টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
- ১১- ২০ তম গ্রেড (অধিদপ্তর পর্যায়) এর ২০২০ সনে সদর দপ্তর পর্যায়ে ৩৭ ক্যাটাগরির ২৬৪২ টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং ১০,৩৯,৯১৩টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়।
    - ৪ ক্যাটাগরির ৬টি পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে নিয়োগ পত্র জারী করা হয়েছে। ফার্মাসিস্ট এর ২৭৫টি পদের নিয়োগপত্র জারী করা হয়েছে।
    - গাড়িচালক এর ৩৪টি পদের এবং টেলিফোন অপারেটর এর ২টি পদের লিখিত ও মৌখিক (ব্যবহারিকসহ) পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
    - ২৬ ক্যাটাগরির ৬৮২টি পদে ৯৬,৭১৪ জন পরীক্ষার্থীর এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা ২১.০১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে, ২২.০৫.২০২৩ হতে ২৪.০৫.২০২৩ মৌখিক পরীক্ষার সম্পন্ন হয়েছে।
    - পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থীর ১০৮০টি পদে ৩৩১৭৭৮ জন পরীক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষা ১৮.০২.২০২৩ তারিখে ৪৬টি জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১.০৫.২০২৩ তারিখে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। ২৫.০৫.২০২৩ হতে ১৮.০৬.২০২৩ মৌখিক পরীক্ষার সম্পন্ন হয়েছে।
    - অফিস সহায়ক ৪০৪টি পদের বিপরিতে ৪৩৮০০৮ জন পরীক্ষার্থীর আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে।
    - অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর ১৫৯টি পদের বিপরীতে ১৬২৫৪৮ জনের আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে।
- জেলা পর্যায়ের ১৫-২০ গ্রেডের ৪ ক্যাটাগরির পদ এর মধ্যে-
    - টিএফপিএ (গ্রেড-১৫) ও এফপিআই (গ্রেড-১৬) এর ৪৩৩টি পদের মধ্যে ৩টি পার্বত্য

জেলাসহ ৫৯টি জেলায় ৪০৫টি পদে নিয়োগ কাযর্ক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও ভোলা জেলায় লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দিনাজপুর জেলার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগপত্র জারী করা হবে।

- পরিবার কল্যাণ সহকারী (গ্রেড-১৭) ও আয়া (গ্রেড-২০)এর ৪৯৩৫টি পদের মধ্যে ৩টি পার্বত্য জেলাসহ ৫৯টি জেলায় ৪৫৩৪টি পদে নিয়োগ কাযর্ক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও ভোলা জেলায় লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দিনাজপুর জেলার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগপত্র জারী করা হবে।

খ) সেবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল গঠন-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকাস্থ ০৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর; এমএফএসটিসি মোহাম্মদপুর এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮হাজার ৭২০টাকা আয় হয়েছে।

গ) স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা উপখাত দুটির কার্যক্রম আরও সমন্বিত ও সম্পূরক করা-

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিতভাবে মাঠপর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:

- কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদত্ত সেবা:
  - কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ থেকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের পাশাপাশি পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ সপ্তাহে ২ (দুই) দিন পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করছেন।
- ইপিআই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:
  - সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ যৌথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন;
  - পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহ ইপিআই কেন্দ্রসমূহ হতে একইস্থানে যৌথভাবে আয়োজন এবং স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা যৌথভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন;
  - কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মীগণ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করছেন।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ সমন্বতিভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে উপসহকারী কমিউনিট মেডিকেল অফিসার, ফার্মাসিস্ট ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও আরডিসমূহ হতে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ও স্বাস্থ্য সহকারীগণ সমন্বতিভাবে সেবা প্রদান করছেন;

- উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় এবং এমসিএইচ ইউনিট হতে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- জেলা পর্যায়ে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঘাটতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল দিবস এবং সপ্তাহসমূহ যৌথভাবে পালন করা হচ্ছে;
- মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের চিকিৎসক, প্যারামেডিক্সসহ সকল পর্যায়ের কর্মীগণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ঘ) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকার হিসেবে চিকিৎসা তথ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবা আধুনিকীকরণ (e-Health)-

- মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-রেজিস্টার কার্যক্রম অব্যহত আছে। মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-রেজিস্টার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত 2816টি সেবা কেন্দ্র হতে সেবা প্রদানের তথ্য নিয়মিত সংরক্ষন করা হচ্ছে;
- e-Tool kits ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদান এবং সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছেন। ২০22-২3 অর্থবছরে 51টি ব্যাচে 1601 জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য 'সুখী পরিবার' নামক ২৪ ঘন্টা/৭ দিন কল সেন্টার (নম্বর: ১৬৭৬৭) থেকে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নিয়মিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ২ হাজার ৮৩২টি কল রিসিভ করে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাসকল্পে গর্ভবতী মায়েদের ANC (Ante Natal Care) ও প্রাতিষ্ঠানিক Delivery সেবাগ্রহণে এবং প্রসূতী মায়েদের PNC(Post Natal Care) সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য গর্ভবতী মায়েদের মোবাইল ফোনে ভয়েসকল ও SMS প্রদান করা হচ্ছে;
- অপরিণত ও কম ওজনে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে SCANU ওয়ার্ডে আসেপটিক/সেপটিক/স্টেপ ডাউন 03টি ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মেনিফোল্ড সিস্টেমে কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে;
- অপরিণত ও কম ওজনে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য জাতীয় পর্যায়ের তিনটি হাসপাতালে Kangaroo Mother Care (KMC) চালু করা হয়েছে;
- ডিসেম্বর ২০১৯ হতে মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে Painless delivery সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫১৫ জনের Painless delivery সম্পন্ন

হয়েছে;

- Laparoscopic সার্জারীর মাধ্যমে Tubal Ligation অপারেশন সেবা মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চালু করা হয়েছে;
- Sonology guided treatment এর মাধ্যমে missing Implant অপসারণ এর সেবা মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চালু করা হয়েছে;
- ডিসেম্বর 2012 হতে Hysteroscope Guided missing IUD অপসারণ এর সেবা মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চালু করা হয়েছে;
- মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসা সেবা প্রাইমারি লেভেল থেকে সেকেন্ডারি লেভেলে উন্নীত করা হয়েছে;
- 2023 হতে মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে IMCI কর্ণার চালু করা হয়েছে;
- Histeroscopic treatment এর মাধ্যমে Infertility এর চিকিৎসা মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চালু করা হয়েছে।

ঙ) সকল স্তরের হাসপাতালে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করা-

- অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন ০৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালে (মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর) বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

চ) হাসপাতালসমূহে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ উপযোগী মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন 'মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর-এ ২০১৫ সাল হতে, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারএ ২০১৬ সাল হতে এবং নব প্রতিষ্ঠিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর –এ জুলাই ২০১৯ হতে 'প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়।

ছ) আধুনিক ঔষধ সংরক্ষাণাগার তৈরী-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়/সংগ্রহকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি, ঔষধও MSR (Medical Surgical Requisite) আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য ঢাকাস্থ মহাখালীতে ২৭০০০বর্গফুট আয়তনের একটি কেন্দ্রীয় পণ্যাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জ) সকল প্রকার ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-জিপি) ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা-

- উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ইজিপি ক্রয় পদ্ধতিতে সীমিতভাবে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট NCT প্যাকেজের ৯০.৪৮% ইজিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। 2023-24 অর্থবছরে ১০০ ভাগ দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঝ) নতুন করে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকেই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ:

- নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি:

ক্রম	অপারেশনাল প্ল্যান/ প্রকল্পের নাম	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	এডিপির বিপরীতে অগ্রগতি (%)	অর্থছাড়ের বিপরীতে অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (এফপি-এফএসডিপি)	২৬৩৮০.০০	২৫৯৮৯.০০	৪৫৪৯.৭৭	১৭.২৫	১৭.৫১
২	ম্যাটারন্যাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ (এমসিআরএএইচ)	১৭৮১০.০০	১২৬২২.৭২	৭৫৫৮.৭২	৪২.৪৪	৫৯.৮৮
৩	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (সিসিএসডিপি)	১৬৮০৪.০০	১৫৯৭৯.৯৫	১২৩৫৪.১২	৭৩.৫২	৭৭.৩১
৪	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)	৩১৩৬.০০	২৪২২.৮৮	১৫১২.১৮	৪৮.২২	৬২.৪১
৫	প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (পিএসএসএম)	৩২০০.০০	৩০৭৫.৭০	২৫৮৮.৬৬	৮০.৯	৮৪.১৬
৬	প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (পিএমই)	৩৮৪.০০	৩১২.০৩	২২৫.২৭	৫৮.৬৬	৭২.১৯
৭	ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কম্যুনিকেশন (আইইসি)	৩৪৩৯.০০	৩০৬৬.০০	২৬০৫.৭৪	৭৫.৭৭	৮৪.৯৯
	মোট ৭টি ওপি	৭১১৫৩.০০	৬৩৪৬৮.৮৫	৩১৩৯৪.৪৬	৪৪.১২	৪৯.৪৬

জনমিতিক সূচকে অর্জিত সাফল্য:

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচক	২০০৯	২০২৩
গড় আয়ুষ্কাল	৬৭.২ বছর মহিলা ৬৮.৭ বছর পুরুষ ৬৬.১ বছর	৭২.৪ বছর মহিলা ৭৪.২ বছর পুরুষ ৭০.৮ বছর
টিএফআর (TFR)	২.৭	২.১৫
সিপিআর (CPR)	৫৬.১%	৬৪%
অপূর্ণ চাহিদা (Unmet need)	১৭%	১০%
ছেড়ে দেওয়ার হার (Drop out)	৫৭%	৩৭%
নবজাতকের মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে	২৮	২০
এক বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে	৩৯	২৫
পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে	৫০	৩১
দক্ষসেবা প্রদানকারী দ্বারা প্রসব সেবার হার	১৮%	৭০%
প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার	১৫%	৬৫%
মাতৃমৃত্যুর অনুপাত/১০০০০০ জীবিত জন্মে	২৫৯	১৫৬
গর্ভকালীন সেবা-১	৪৩%	৮৪%
গর্ভকালীন সেবা-৪	২১%	৪১%
কৈশোরকালীন গর্ভধারণ	৩৩%	২৪%
শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো	৪৩%	৫৫%
খর্বাকৃত (Stunting)	৪৩%	২৪%
কৃশকায় (Wasting)	১৭%	১১%
কম ওজন (Under Weight)	৪১%	২২%
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৬%	১.১২%

ভবিষ্যত লক্ষ্যসমূহ:

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারের ২০২৫ সাল নাগাদ এই হার ৭৫% এ উন্নীত করা;
- পরিবার পরিকল্পনায় স্থায়ী, অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার ছেড়ে দেয়ার ৩৭ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০২২), যা ২০% এ নামিয়ে আনা;
- মাতৃমৃত্যুর বর্তমান হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৫৬ (SVRS-202২) হতে ২০২৫ সালের মধ্যে (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ১০০ এর মধ্যে নামিয়ে আনা;
- পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০২৫ সালের মধ্যে (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ২৭ জনে নামিয়ে আনা;
- নবজাতকের মৃত্যুহার ২০২৫ সালের মধ্যে (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৪ জনে নামিয়ে আনা;
- দক্ষ প্রসব সেবাদানকারীর মাধ্যমে নিরাপদ প্রসব সেবার হার ৭০% (বিডিএইচএস-২০২২), যা আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ৭২% এ উন্নীত করা;
- বাল্যবিয়ে নারীর প্রতি বড় ধরণের সহিংসতা। আইনগতভাবে ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে না দেওয়ার বিধান থাকলেও ৫০ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই (বিডিএইচএস-২০২২), যা ২০২৫ সালের মধ্যে (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা;
- সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরূপতা আনয়ন করা এবং এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় এর মাধ্যমে কাজ করা;
- পূর্বের ছিটমহল এলাকাসমূহে ইউনিটভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা সম্প্রসারণপূর্বক দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে সরকারি সেবাদান কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধি করা;
- নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার ও চট্টগ্রাম এলাকার গার্মেন্টস এ স্যাটলাইট ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে গার্মেন্টস এ কর্মরত নারীদের মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৫টি গার্মেন্টস এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে সকল গার্মেন্টস এ সম্প্রসারণ করা;
- বর্তমানে ১৫-২৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৯.৮২% (২০২২ সালের আদমশুমারী), সারাদেশে ১২৫৩টি সেবাকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব সেবা কর্ণার মাধ্যমে তাদের সেবাপ্রদান করা হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে সকল সেবাকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব সেবা কর্ণার স্থাপনের মাধ্যেমে তাদের সেবা প্রদান করা এবং যুবক-যুবতীদের বিবাহপূর্ব কাউন্সিলিং শুরু করা হয়েছে যা সম্প্রসারণ করা;

- বর্তমানে ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯.২৮% (২০২২ সালের আদমশুমারী), তাদেরকে সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে আলাদা অপারেশনাল প্ল্যান তৈরী করা;
- বর্তমান সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও কার্যক্রম সম্পাদন নিশ্চিতকরণ;
- ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে e-MIS কার্যক্রম, DHIS-2 কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বিবিএস, সিআরভিএস, নিটা, এটুআই এর সাথে সমন্বয় করা;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে এনজিওসমূহের নিবন্ধন কার্যক্রম ডিজিটালকরণ।

ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ:

- জন উর্বরতার হার (TFR) ২০১১ সাল থেকে একই অবস্থানে রয়েছে, যা ২০২৫ সালের মধ্যে (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ২.০০ এ নামিয়ে আনা;
- পরিবার পরিকল্পনায় স্থায়ী, অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণের হার পুরুষের তুলনায় মহিলাদের হার বেশি। এক্ষেত্রে অস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
- বিদ্যমান জনবল নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সকল সেবাকেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদান;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পদই শূন্য। এর ফলে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীকে একাধিক ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে এবং পূর্বনির্ধারিত ৬০০ দম্পতির স্থলে ১৫০০-২০০০ বা তারও বেশী দম্পতি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়াও পূর্বে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে সেবা প্রদান করতেন, এখন একই কর্মী একটি ইউনিয়নের তিনটি ওয়ার্ডে সেবা প্রদান করছেন। ফলে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীর পক্ষে সম্পূর্ণ কর্ম এলাকায় সেবা প্রদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার পদ শূন্য থাকায় নিয়মিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সেবাকেন্দ্র চালু রাখা;
- সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না বিধায় দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরূপতা (uniformity) নির্ণয় করা যায় না;
- দুর্গম এলাকা বিশেষত: হাওড়, বাঁওড়, বিল, চর, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকার জনগণের নিকট পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া;
- গার্মেন্টস এ কর্মরত সকল নারী কর্মীদের মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা;

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা;
- বর্তমানে ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯.২৮% (২০২২ সালের আদমসুমারী), তাদেরকে সেবার আওতায় আনা।

তথ্যসূত্র:

Bangladesh Sample Vital Statistics (BSVS) 20২২

Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) ২০২২

Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2017-18

Bangladesh Sample Vital Statistics (BSVS) 20০৯

Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2007

Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2004

Service Statistics of DGFP fromhttps://dgfpmis.org/ss/ss_menu9.php

সুখী পরিবার

১৬৭৬৭

২৪ ঘন্টা সেবা

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সুন্দর কিছু হোক আলাপে...

হাতে হাত রেখে গড়বো আগামীকে
কথা দিলাম আমরা আছি

১৬৭৬৭

এর জানালা খুলে

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৫৫০১২৩৫০, ০২-৮১৮৯৩৮৭, ফ্যাক্স: ৮১৫১০৭৪